OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 29
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 256 - 264
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - iii, Published on July issue 2026, Page No. 256 - 264
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

ধর্মীয় সমন্বয়বাদ ও বাস্তু-সংস্কৃতি : আঠারো ভাটির বনবিবি উপাসনায় পরিবেশ ভাবনা

ড. দোয়েল দে
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ
রাজা রামমোহন রায় মহাবিদ্যালয়, হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ
Email ID: nandyde.doyel@gmail.com

Received Date *15. 06. 2026*
Selection Date *15. 07. 2026*

Keyword
Bonbibi, Sundarban, Religion, Nature, Syncretism.

Abstract

The word 'Sundar Ban' means 'a beautiful jungle' in Bengali. Perhaps, the name comes from Sundari trees (Heritiera fomes) present all over the forest. A stunning landscape with narrow creeks and a dense green canopy, this is the largest mangrove belt in the world. The population of the Sundarbans consisted entirely of marginalized people. 'Nearly all the inhabitants' of the Sundarbans were 'either Hindus or Muslims' according to Hunter. 'There were, of course, a few Magh Buddhists and native Christians who also came up with missionary penetration of Portuguese and later British power. The rest belonged to the Hindu and Muslim communities, mostly of low status.' All of these castes pursued a mix of occupations, such as 'cultivation, wood-cutting and fishing' as means of subsistence. The varied geo - environmental systems in this region of Bengal has had tremendous impact upon human settlement through rationale and existential factors. These factors shaped the economic parameters and social practices, leading to formation of patterns of living in nature and living - with - nature. The interactions between environment and human existence are often reflected in a critical way through their religion also.

The cult of Bonbibi is unique to the Sundarbans. She originated as a folk deity and is the most revered divinity for both Hindus and Muslims of Sundarbans. She has emerged as the symbol of the Sundarbans' own folk deity and is ingrained into the rituals and lives of people in the 'down' islands. She is revered as the protector of the forest and every living being in it. Bonbibi is the folk symbol of Mother Nature and promotes cultural and communal harmony between both the Hindus and the Muslims who are both ecologically vulnerable and equally at the mercy of the forest and depend on its resources for sustenance. This inter-faith environmental regulator is common culture shared between both these religious groups. The conflict between Bonbibi and Dakshin Rai is an intregrated part of the cultural fabric of the region. Villagers have kept unflinching faith in Bonbibi for decades and it is one of the oldest

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 29
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 256 - 264
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

folktales to still exist. she is the symbol of hope for the human being; she is a saviour of human life in the forest, she ensures their safe return to their settlement.

Discussion

ভূমিকা : দুই বাংলার দক্ষিণে ছড়িয়ে থাকা বিস্তীর্ণ বাদাবন অর্থাৎ সুন্দরবনের একমাত্র ভরসার ও আরাধ্য দেবী হলেন বনবিবি। প্রাচীনকালে যখন মানুষের কাছে প্রাকৃতিক নানা বিপর্যয় মোকাবিলা করার উপায় জানা ছিল না, নানা রোগের সংক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার পথ জানা ছিল না তখন তারা কল্পনা করেছিল তাদের ওই অসহায়তা থেকে রক্ষা করতে পারে তাদের অলক্ষ্যে থাকা কোনও দৈব শক্তি। এভাবেই প্রাচীনকালে মানুষের কল্পনায় সৃষ্টি হয় দেবদেবী, আর সৃষ্টি হয় সেইসব দেবদেবীকে ঘিরে নানা কাহিনি। একইভাবে প্রাচীনকালে শ্বাপদসঙ্কুল গহন অরণ্য সংলগ্ন গ্রামে বা অরণ্যের মধ্যে বসবাসকারী মানুষের কাছে অরণ্যচারী হিংস্র জন্তুর আক্রমণ থেকে বেঁচে ফেরার উপায় জানা ছিল না। পেটের দায়ে তাদের অরণ্যের গভীরে যেতেই হত, কিন্তু ভয়ানক হিংস্র জন্তুদের কাছে তারা ছিল অসহায়। এই অসহায়তা থেকেই ওই অঞ্চলের মানুষের মধ্যে জন্ম নেয় 'অরণ্য দেবতা'। নানা দেশে নানা অরণ্য দেবতা নিয়ে তৈরি হয়েছে নানা লোককথা, উপকথা। সুন্দরবনও তার ব্যতিক্রম নয়।

সুন্দরবন অঞ্চলটির সাথে ভয় ও উত্তেজনা যেন ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকে। বস্তুতঃ সুন্দরবনের বহু স্থানে জঙ্গল এতটাই ঘন ও গভীর যে তাতে সূর্যালোক পর্যন্ত প্রবেশ করতে পারে না। সেই সাথে হিংস্র পশুর উপদ্রব এই অঞ্চলের জীবনযাত্রাকে অত্যন্ত বিপদসংকুল ও কঠিন করে তুলেছে। ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে কালেক্টর জেনারেল ক্লাউড রাসেলের সময় যখন জঙ্গল পরিষ্কার করে সুন্দরবনের কিছু অঞ্চলকে কৃষির উপযোগী করে তোলার চেষ্টা করা হচ্ছিল, সেই সময় সুন্দরবন অঞ্চলে মুলতঃ নিম্নবর্গীয় হিন্দু সম্প্রদায় ও বেশ কিছু উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষ বাস করত। ষোড়শ শতক থেকে এই অঞ্চলে মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষের বসবাসের পরিমাণও বাড়তে থাকে। একথা অনস্বীকার্য যে সুন্দরবন অঞ্চলের সমস্ত মানুষই ছিল প্রান্তিক মানব। হান্টার সাহেবের মতে, -

> "There was of course, a few Magh Buddhist, and native Christians who came here with missionary penetration of the Portuguese and later with British power. The rest of the population was that of the Hindu and Muslim communities, mostly of low status. The Hindus were mainly of the following lower – castes: napita, kaibarta, kapali, pod, chandala."[১]

সুন্দরবন অঞ্চলের মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে সর্ববৃহৎ সম্প্রদায় ছিল 'সইখ' (Saikhs) সম্প্রদায়, যারা পেশায় ছিল মুলতঃ কৃষক ও কাঠুরে। এছাড়া এই অঞ্চলের স্বল্প সংখ্যক চাষী ছিল সৈয়দ ও পাঠান সম্প্রদায়ভুক্ত। স্বল্প সংখ্যক শিকারি, জেলে, সাঁপুড়েও মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল। শুধু তাই নয়, বেশ কিছু সাঁওতাল, মুন্ডা, ওঁরাও উপজাতির মানুষও জঙ্গলের সন্ধানে এই অঞ্চলে বসবাস শুরু করে। উপরিউক্ত সমস্ত মানুষই তাদের জীবন ধারণের জন্য জঙ্গলের উপর নির্ভরশীল ছিল। ফলে অনিবার্যভাবেই তাদের প্রতিনিয়ত প্রাকৃতিক প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়াই করতে হত। কিন্তু এই লড়াই ছিল সম্পূর্ণ অসম লড়াই কারণ লড়াই করার উপযুক্ত অস্ত্রশস্ত্রও তাদের হাতে ছিল না। তাই এই প্রাকৃতিক প্রতিকূলতার হাত থেকে রক্ষা পেতে তাদের ঐশ্বরিক শক্তির উপরই মানসিকভাবে নির্ভর করতে হত। তাই সুন্দরবন অঞ্চলের লৌকিক দেবদেবীর পূজার মধ্যে অদৃষ্টবাদেরই অনুরণন শোনা যায়।[২] বস্তুতঃ ধর্ম হল একটি –

> "framework of general ideas articulated through symbols to help accommodate a range of experiences to give them a meaningful form."[৩]

সুতরাং ধর্মচর্চার ইতিহাসের সাথে সমসাময়িক সমাজ অর্থনীতি ও বিশেষ করে প্রাকৃতিক পরিবেশ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। প্রকৃতপক্ষে, সুন্দরবন অঞ্চলটি হল এমন একটি সীমান্ত অঞ্চল যেখানে প্রথাগত ও লৌকিক সংস্কৃতির মধ্যে দ্বন্দ্ব সংঘাতের মাধ্যমেই এই অঞ্চলের আর্থসামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিকটি বিকশিত হয়েছে। এই দ্বন্দ্ব সংঘাতের ফলেই এই অঞ্চলের মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাস "stood apart from mainstream Hinduism and Islam."[৪] তাই একথা বললে অত্যুক্তি হয় না

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 29
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 256 - 264
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

যে, সুন্দরবন অঞ্চলের লৌকিক ধর্ম এই অঞ্চলের প্রতিকূল প্রাকৃতিক পরিবেশ ও তার বিরুদ্ধে প্রতিনিয়ত লড়াই করা স্থানীয় মানুষের প্রথা ভাঙা ধর্মভাবনারই প্রতিফলন। এই কারণেই এই অঞ্চলের উপাস্য দেবদেবীগণ প্রথাগত হিন্দু-মুসলমান দেবদেবীদের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। এঁরা মূলতঃ কাঠুরে, মধু সংগ্রাহক, মৌমাছির মোম সংগ্রাহক, ছুঁতোর ও চাষী অর্থাৎ সমাজের তথাকথিত নিচুতলার মানুষদেরই উপাস্য। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের আপাত সংকীর্ণতা যেখানে এই সব অব্রাহ্মণ নিম্নতর হিন্দু সম্প্রদায়ের পূজা অর্চনার অধিকারটুকুও সংকুচিত করে দেয়, সেখানে লৌকিক দেবদেবীর দরজা এই মানুষগুলোর কাছে অবারিত থাকায় এরা এই সব দেবদেবীর উপাসনার মধ্য দিয়ে যেন ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির সমান্তরাল একটা নিজস্ব লৌকিক সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল গড়ে তুলেছিল।

প্রজন্মের পর প্রজন্ম প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা ও শ্বাপদসংকুল পরিবেশের বিরুদ্ধে লড়াই করা মানুষগুলির যেকোনো বিপদে মানসিক আশ্রয়স্থল হল লৌকিক দেবদেবীগণ। এই দেবদেবীগণ, -

> "...were not the regular godheads of the Indian Pantheon."[৫]

শুধু তাই নয়, দৈনন্দিন প্রতিকূলতার স্বরূপ পরিবর্তনের সাথে সাথে এই দেবদেবীগণের স্বরূপও পরিবর্তিত হতে থাকে। যাই হোক একথা অনস্বীকার্য যে, এই লৌকিক দেবদেবীগণই সুন্দরবন অঞ্চলের মানুষদের 'Patron Saint' এ পরিণত হয়, যাঁদের দাক্ষিণ্যের উপর এই অঞ্চলের মানুষ জঙ্গল জীবনের দৈনন্দিন বিপদ আপদের হাত থেকে নিষ্কৃতির আশ্বাস খুঁজে বেড়ায়। এই ভাবে ব্রাহ্মণ্য সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের মধ্যে থেকেও সুন্দরবন অঞ্চলে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির বিরুদ্ধে এক সম্পূর্ণ পৃথক লৌকিক সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল গড়ে উঠেছে, যা ছিল মূলতঃ প্রতিকূল পরিবেশের বিরুদ্ধে বেঁচে থাকার এক সংগঠিত চ্যালেঞ্জ। আর এই প্রতিকূল জীবনে তাদের সব থেকে বড় আশ্রয়স্থল হলেন মা বনবিবি, আঠারো ভাটির দেশ সুন্দরবনের জীবন ও সংস্কৃতির সবথেকে বড় নিয়ন্ত্রক। দেবীরূপী এই বনবিবি চরিত্রের মধ্যে এমন এক আধ্যাত্মিক তথা মানবিক রূপ চিত্রিত হয়েছে যা হিন্দু ও মুসলিম সবার কাছে সমানভাবে আদরণীয় ও গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছে। ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রভাবে সুন্দরবনের সংখ্যাগরিষ্ঠ অস্পৃশ্য হিন্দু জাতিগোষ্ঠী এবং মুসলিম ধর্মাবলম্বীরা যখন কোণঠাসা তখন এই দেবীর মাহাত্ম্যে আকৃষ্ট হয় নিম্নবর্গীয় হিন্দু ও মুসলিম জাতিগোষ্ঠী। দেবীর সাম্যধর্ম তাঁকে সুন্দরবনের দরিদ্র ও প্রান্তিক হিন্দু ও মুসলিমদের কাছে মায়ের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

'বনবিবির জোহুরানামা' : সংগ্রামের চিরন্তন আখ্যান : 'বনবিবির জোহুরানামা' হল সেই উপাখ্যান যেখানে বনবিবির সংগ্রামের কাহিনী বর্ণিত আছে, যে বর্ণনার মধ্যে মঙ্গলকাব্যের চিরন্তন প্রতিধ্বনি শুনতে পাওয়া যায়। কারো কারো মতে বনবিবির জোহুরানামা দোভাষী পুঁথিকার মোহাম্মদ খানের আর কারো মতে মুন্সী বদরুদ্দিনের রচিত। *বনবিবির জহুরানামা* অনুযায়ী ১৫০০ সালের কাছাকাছি সময়ে আরব এক ফকির পরিবারে জন্ম নেন বনবিবি। তার বাবার নাম ইব্রাহীম, মতান্তরে বেরাহিম, মায়ের নাম গুলান বিবি। ইব্রাহীম ছিলেন এক ফকির। তাঁর স্ত্রী ফুলবিবি ছিলেন নিঃসন্তান। তাই ফুলবিবির অনুমতি নিয়ে ইব্রাহীম দ্বিতীয় বিয়ে করেন গুলালবিবিকে। কিন্তু এই বিয়েতে ফুলবিবি একটি শর্ত দেয় যে যখন তিনি চাইবেন তখন তার একটি মনোবাসনা পূরণ করতে হবে। গুলালবিবি গর্ভবতী হলে ফুলবিবি শর্তানুযায়ী ইব্রাহীমকে বলেন যে গুলালবিবিকে সুন্দরবনে নির্বাসিত করতে হবে। নিরুপায় হয়ে ইব্রাহীম গর্ভবতী গুলালবিবিকে সুন্দরবনে নির্বাসিত করেন। সেখানে গুলালবিবি যমজ সন্তানের জন্ম দেন— এক মেয়ে ও এক ছেলে। এই মেয়েটি হল বনবিবি এবং তার ভাই হল শাহ জঙ্গলি।

কাহিনী অনুসারে জন্মের পর থেকেই বনবিবির মধ্যে এক ঐশ্বরিক ক্ষমতার প্রকাশ দেখা যায়। বনের সমস্ত পশুপাখি হয়ে ওঠে তার বাধ্য। ছোট্টো বনবিবিকে পরিচর্যা করতে থাকে হরিণরূপী স্বর্গের দাসীরা। সাত বছর পর ইব্রাহীম নিজের কৃতকর্মে অনুশোচনাগ্রস্ত হয়ে দুই সন্তানসহ স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে আসেন। কিন্তু সুন্দরবনের বন্য প্রকৃতির সাথে বনবিবির এতটাই সখ্যতা গড়ে উঠেছিল যে তিনি ফিরে যেতে রাজি হলেন না। তাঁর সঙ্গে ভাই শাহ জঙ্গলিও থেকে গেলেন সুন্দরবনে। ওই সময় সুন্দরবনের পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন দক্ষিণ রায়। তিনি বাঘের রূপ ধারণ করতে পারেন। বনবিবির ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তার খবর তাঁর কানে পৌঁছলে তিনি বন্ধু সনাতন রায়কে পাঠালেন বনবিবি সম্বন্ধে খোঁজ খবর করতে। সনাতন ফিরে এসে দক্ষিণ রায়কে যা বললেন তাতে তিনি বিপদ আঁচ করলেন। ফলে সৈন্যসামন্ত নিয়ে বনবিবির

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 29
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 256 - 264
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হলেন। কিন্তু পুরুষ হয়ে মহিলার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা রীতিবিরুদ্ধ। তাই তাঁর মা নারায়ণী দেবীকে বনবিবির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পাঠালেন। যুদ্ধে নারায়ণী দেবী পরাস্ত হলেন এবং বনবিবির সাথে সন্ধি করতে বাধ্য হলেন। সন্ধির শর্তানুযায়ী দক্ষিণ রায়ের সাম্রাজ্যের উত্তর দিকের অর্ধেক অংশ বনবিবি নিজের দখলে রেখে দক্ষিণ দিকে অরণ্যসহ অর্ধাংশ দক্ষিণ রায়কে দান করেন। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই অন্য এক ঘটনায় ভেস্তে যায় ওই সন্ধি।

বরিজহাটি নামক এক জায়গায় ধোনাই ও মোনাই নামে দুই মৌলি ব্যবসায়ী ভাই ছিল। তারা নৌকো নিয়ে সুন্দরবনের জঙ্গলে মধু সংগ্রহে যেত। একবার তারা মধু সংগ্রহে যাওয়ার সময় তাদের ভাইপো দুখেকে সঙ্গে নিল। দুখের বাবা নেই। দুঃখিনী অন্ধ মায়ের একমাত্র বালক সন্তান দুখে। রওনা হওয়ার সময় দুখেকে তার মা বলে দিয়েছিল জঙ্গলে কোনও বিপদে পড়লে মা বনবিবিকে স্মরণ করতে। জঙ্গলে ঢুকে ধোনাই ও মোনাই সারাদিন অনেক খুঁজে একটুও মধু সংগ্রহ করতে পারল না। আসলে দক্ষিণ রায় সমস্ত মধু লুকিয়ে রেখেছিল। হতাশ ধোনাই ও মোনাই নৌকায় ফিরে যখন ঘুমিয়ে পড়ল তখন তাদের স্বপ্নে দক্ষিণ রায় দেখা দিয়ে বললেন যে, যদি তাদের সঙ্গে থাকা দুখেকে তারা উৎসর্গ করে তবেই তারা মধু পাবে। ঘুম থেকে উঠে দু'ভাই স্থির করল তারা দুখেকে দক্ষিণ রায়ের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করবে। ফলে পরের কয়েকদিন জঙ্গলে গিয়ে তারা এত মধু সংগ্রহ করল যে নৌকো ভর্তি হয়ে গেল। তারপর প্রতিশ্রুতি মতো তারা দুখেকে জঙ্গলের মধ্যে পুকুর থেকে জল আনতে পাঠিয়ে নৌকো ছেড়ে দিল। দুখে ফিরে এসে দেখে তাকে জঙ্গলে ফেলে তার দুই কাকা চলে গিয়েছে। বালক দুখে ভয় পেয়ে কাঁদতে শুরু করল। এই সময় সেখানে বাঘবেশে দক্ষিণ রায় এসে হাজির হল। তখন দুখের মনে পড়ল মায়ের কথা। সে নিবিষ্ট চিত্তে বনবিবিকে স্মরণ করতে লাগল। দুখের কাতর আহ্বানে অকুস্থলে বনবিবি ভাই শাহ জঙ্গলিকে নিয়ে হাজির হলেন। বালক দুখেকে কোলে তুলে নিয়ে বনবিবি শাহ জঙ্গলিকে আদেশ দিলেন জঙ্গল থেকে যেন দক্ষিণ রায়কে চিরতরে তাড়িয়ে দেয়। শাহ জঙ্গলির কাছে পরাস্ত হয়ে দক্ষিণ রায় বনবিবির বশ্যতা স্বীকার করে এবং শর্ত মেনে বনবিবি প্রদেয় সুন্দরবনের দক্ষিণাঞ্চল টুকুতেই নিজের শাসন বজায় রাখে। আর ওদিকে বনবিবির আশীর্বাদে দুখের মায়ের অন্ধত্ব ঘুচে যায় এবং তারা প্রচুর ধনসম্পদের মালিক হয়। এইভাবে বনবিবি ও দক্ষিণ রায়ের বিরোধের নিস্পত্তি হয় এবং মাতলা নদী এক্ষেত্রে উভয় সাম্রাজ্যের মধ্যবর্তী রেখা হিসেবে বিবেচিত হতে থাকে। মাতলা নদীর পূর্বাঞ্চল 'Bonbibi cult zone'[৬] এবং পশ্চিমাঞ্চল "Dakshin Ray cult zone"[৭] নাম পরিচিত হয়।

'বনবিবির জোহুরানামা'-তে Myth এবং Reality-র এক অদ্ভূত সমাবেশ ঘটেছে। বনবিবি এবং দক্ষিণ রায়ের সংগ্রামের কাহিনী একাধারে যেমন Have's এবং Have not's দের চরমতম সংগ্রাম আবার অন্যদিকে তা পিতৃতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে নারী শক্তির চিরন্তন বিজয়বৈজয়ন্তী। সুন্দরবনে বনবিবির এই আখ্যান নিয়ে তৈরি হয়েছে নানা যাত্রাপালা, পালাগান, পাঁচালি, গীতিনাট্য ও নাট্যগীতি। গত দেড়শো বছর ধরে বনবিবির এইসব আখ্যান সুন্দরবনের লোকমুখে ঘুরছে। বনবিবির কাহিনী এক অর্থে বেঁচে থাকার লড়াই এরই দ্যোতক। তাই একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, Bonbibi is not a forest deity; forest is not her abode, it is the abode of 'Dakshin Ray'; Bonbibi conquered the territory; she is the symbol of hope for the human being; she is a saviour of human life in the forest, she ensures their safe return to their settlement.

বনবিবি : ধর্মসমন্বয়ের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত : বনবিবি হলেন সুন্দরবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। বনবিবি এবং সুন্দরবন এই নামদুটি যেন ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে গেছে। বলা যেতে পারে, -

"...among the pantheon of the Sundorbons Bonbibi occupies the most important rank."[৮]

গোপেন্দ্র কৃষ্ণ বসুর মতে, বনবিবি আদিতে বনচন্ডী বা বনদুর্গা নামেই পরিচিত ছিলেন। মুসলমান সম্প্রদায়ের আগমনের পর তিনি বনবিবি নাম পূজিত হতে শুরু করেন।[৯] তাঁকে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষই বনের রক্ষাকর্ত্রী হিসাবে অর্চনা করে। বলা যেতে পারে, Bonbibi is the folk symbol of Mother Nature and promotes cultural and communal harmony between both the Hindus and the Muslims who are both ecologically vulnerable and equally at the mercy of the forest and depend on its resources for sustenance. This inter-faith environmental regulator is common culture shared between both these religious groups.

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 29
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 256 - 264
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

'বনবিবির কেরামতি', 'বনবিবির জহুরনামা' ইত্যাদি গ্রন্থগুলিতে বনবিবির কার্যকলাপের উল্লেখ পাওয়া যায়। এখানে মূলতঃ দুটি বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হয়েছে - বনবিবির সাথে দক্ষিণরায়ের লড়াই এবং দুখের অধ্যায়। ২০০৪ সালে প্রকাশিত অমিতাভ ঘোষের 'The Hungry Tide' উপন্যাসেও এই দুটি উপাখ্যানের উল্লেখ আছে।[১০] 'River of Fire' গ্রন্থের পাদটীকায় Qurratul Hyder বনবিবিকে নবী মহম্মদের কন্যা ফাতিমা বলে উল্লেখ করেছেন যিনি বনবাসী মুসলমানদের রক্ষাকর্ত্রী হিসাবে মুসলমান সমাজেও আদ্রিতা। বস্তুতঃ বনবিবি হিন্দু ভক্ত মন্ডলী দ্বারা বনদুর্গা, বনদেবী ইত্যাদি নাম পূজিতা হন। হিন্দু অধ্যুষিত অঞ্চলে তাঁর মূর্তিতে মাথায় মুকুট, গলায় মালা, হাতে ত্রিশুল এবং পরনে শাড়ী পরিলক্ষিত হয়। এক্ষেত্রে তাঁর বাহন হল বাঘ। আবার মুসলমান ভক্তমন্ডলী তাকে 'বনবিবি' আখ্যায় ভূষিত করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে। তাই মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চলে তাঁর মাথায় টিকলি, পরনে পায়জামা ও ঘাগরা এবং পায়ে নাগরাই জুতো লক্ষ্য করা যায়। সুতরাং একথা বলার অবকাশ রাখে না যে, হিন্দু দেবী বনচন্ডীই কালের নিয়মে মুসলমান সম্প্রদায় কর্তৃক আরাধ্য বনবিবিতে রূপান্তরিত হন। হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই তাকে সমান শ্রদ্ধা ও সম্মানের সাথে আরাধনা করে।[১১]

এই দেবীর পূজার কোনো নির্দিষ্ট তিথি বা সময় বা নিয়মকানুন নেই। বলা যেতে পারে, -

> "The rituals practiced by the people in worshipping Banachandi have no hard and fast rule or any similarity with those of the Puranic gods."[১২]

যে কোনো সম্প্রদায়ের লোকই গভীর অরণ্যে প্রবেশের আগে এই দেবীর পুজো করেন।

> "...none of the villagers ever dare enter the jungle without offering prayers to Bon-bibi – be it a Muslim, Hindu or Christian.[১৩]

অর্থাৎ সুন্দরবন অঞ্চলের অধিবাসীদের কাছে এই দেবী কোনো উচ্চকোটির হিন্দু দেবী নন - বরং তিনি জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকল সম্প্রদায়েরই রক্ষাকর্ত্রী, যাঁকে সবাই আপন ভক্তি তথা আপন শ্রদ্ধায় পূজা করে। বস্তুতঃ, হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে বনচন্ডী বা বনবিবির এই আরাধনা প্রকৃতপক্ষে ব্রাহ্মণ্য সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে যেন এক সংগঠিত চ্যালেঞ্জ, যার মূলে আছে এই অঞ্চলের প্রতিকূল প্রাকৃতিক পরিস্থিতি। তাই একথা অনস্বীকার্য যে, বনবিবি –

> "is a part of their hard and difficult life where in the religious differences are obscure and the struggle of life more prominent."[১৪]

বস্তুতঃ সাম্প্রদায়িক হানাহানি ও বিভাজন যখন বর্তমান পৃথিবীর এক জ্বলন্ত সমস্যা, সেই সময় জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সুন্দরবন অঞ্চলের প্রান্তিক মানব গোষ্ঠীর বনবিবির উপাসনা করার বিষয়টি শুধু যে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির বিরুদ্ধে একটি চ্যালেঞ্জ ছিল তা-ই নয়, তা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিরও এক উজ্জ্বল উদাহরণ। বলা যেতে পারে, -

> "In times of religious segregation and faith based identity Bon-bibi perfectly symbolises the intricacies of Indian religious confluence."[১৫]

অরণ্যের রক্ষাকর্ত্রী বনবিবির দরজা জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সবার জন্য খোলা –

> "whoever is 'good at heart' will 'never be alone', she will protect them."[১৬]

বনবিবির উপাসনা: উদ্ভব ও বিকাশের প্রকৃত ইতিহাস :

"আঠারো ভাটির মাঝে আমি সবার মা
মা বলি ডাকিলে বিপদ রবে না
বিপদে পড়িয়া যে মা বলি ডাকিবে
রক্ষা করিবেন মাতা বিপদ না রহিবে।"

এমন বিশ্বাসকে ধারণ করে বনবিবির সন্তানেরা 'আঠারো ভাটির দেশ' সুন্দরবন অঞ্চলে নিয়ত প্রকৃতির সাথে সংগ্রামমুখর হয়ে পাড়ি দিচ্ছে জীবনের কন্টকাকীর্ণ পথ। সুন্দরবন বা বাদাবনকে ঘিরে জড়িয়ে আছে এতদাঞ্চলের বহু মানুষের জীবন

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 29
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 256 - 264
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

ও জীবিকা। বনের কাঠ ও গোলপাতা সংগ্রহ, মধু ও মোম আহরণ, চিংড়ি পোনা ও মাছ ধরা ইত্যাদি পেশায় যুক্ত অসংখ্য মানুষ শ্বাপদসংকুল অরণ্যে বিশ্বাসের ভেলায় চড়ে, মনে সাহস যুগিয়ে কর্মে ব্রতী হয়। আর সুন্দরবনের এইসব পেশাজীবীদের সাহস সঞ্চারক অধিষ্ঠাত্রী দেবী হলেন বনবিবি। মানুষের বিশ্বাস এই যে, তাঁকে সন্তুষ্ট রাখলে বনে কোন বিপদ থাকে না।

মূলতঃ জঙ্গল নির্ভর মানুষজন পেশার প্রয়োজনে (মধু ও কাঠ সংগ্রহ ইত্যাদি) জঙ্গলে ঢোকার আগে বাঘের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বনবিবির পূজা করে থাকে। প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী বনবিবির চরম শত্রু দক্ষিণরায় (ব্যাঘ্র দেবতা) বাঘের ছদ্মবেশে জঙ্গলে মানুষকে আক্রমণ করে। সেই আক্রমণ প্রতিহত করার জন্যই মানুষের বনবিবির আশ্রয় অত্যন্ত প্রয়োজন বলে স্থানীয় লোকজন বিশ্বাস করে থাকে। তবে বনবিবি যে শুধু মানুষেরই রক্ষাকর্ত্রী তা নয়, তিনি অরণ্যের সকল পশুপাখি এমনকি অরণ্যেরও রক্ষাকারী অর্থাৎ তিনি একাধারে মানুষ ও প্রকৃতি উভয়ের প্রতিই সমভাবে যত্নশীল। তাই বনবিবির আরাধনা প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে ভয় ও বিশ্বাস একত্রিত হয়ে –

> "led to the worship of nature, embodied in the form of the cult goddess Bonbibi, the guardian of the forest."[১৭]

প্রকৃতির সাথে নিরন্তর চলা অসম লড়াই মানুষকে ঐশ্বরিক শক্তির কাছে নতজানু হতে বাধ্য করেছে। তাই বলা যেতে পারে, Bonbibi emerged out of the sheer necessity of the society to arouse courage for their daily struggles in life.

বনবিবির পূজার উদ্ভব ও বিকাশের ইতিহাস পর্যালোচনায় একটা বিষয় পরিস্কার যে, প্রথাগত ব্রাহ্মণ্য হিন্দু ধর্মের বা মুসলমান ধর্মীয় বাতাবরণের বাইরে এই ধরণের লৌকিক দেবদেবীর উদ্ভব খানিকটা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই হয়ে থাকে, যার পেছনে মূলতঃ দুটি কারণ পরিলক্ষিত হয়।

প্রথমত, কঠিন ও প্রতিকূল ভৌগোলিক পরিবেশে কঠিন বস্তুগত দ্বন্দ্ব এই ধরণের লৌকিক দেবদেবীর উত্থানের পথকে প্রশস্ত করে। প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে লড়াই করার জন্য যে মানসিক শক্তির প্রয়োজন হয়, তা সংগ্রহের জন্যই দেবদেবীর পূজা অর্চনা প্রয়োজন হয়। বস্তুতঃ, অতি ভয়ঙ্কর তথা অতি ক্ষতিকর প্রাকৃতিক শক্তিগুলিকে নিজেদের অনুকূলে আনার জন্যই এই দেবদেবীদের উপর নরত্ব অর্পণ করা হয়, যার অনিবার্য ফলশ্রুতিতে এরা অতি সহজেই বদ্বীপীয় মানুষগুলির খুব কাছের, খুব আপন হয়ে ওঠে। ফলে আচার সর্বস্ব হিন্দু পৌরাণিক দেবদেবীদের তুলনায় এই অঞ্চলের মানুষের কাছে এঁদের গ্রহনযোগ্যতা অনেক বেশি হয়ে ওঠে। যেখানে জীবন মৃত্যু খুব কাছাকাছি অবস্থান করে, সেখানে 'moral virtue' খুব তুচ্ছ হয়ে ওঠে। ফলে পৌরাণিক দেবদেবী ও প্রথাগত পাপ-পুণ্যের ধারণার তুলনায় এই অঞ্চলের মানুষের কাছে জীবিত থাকার বিষয়টিই অধিকতর গুরুত্ব লাভ করে।

দ্বিতীয়ত, এই অঞ্চলের অধিকাংশ মানুষই নিম্নবর্গীয়। সেই কারণেই তথাকথিত 'Elite' দেবদেবীদের তুলনায় লৌকিক তথা আঞ্চলিক দেবদেবীরাই তাদের কাছে বেশি গ্রহণযোগ্য। শুধু তাই নয়, এই ধরণের লৌকিক দেবদেবীর যে সব কাহিনী বর্ণিত আছে, তাতে তারা প্রায়শই নিজেদের মধ্যে ভয়ঙ্কর যুদ্ধে জড়িয়ে পরে (উদাহরণ হিসাবে বনবিবির সাথে দক্ষিণরায় এর লড়াই এর বিষয়টি উল্লেখের দাবি রাখে)। অনিবার্য ভাবে এই যুদ্ধে বিজয়ী পক্ষের প্রতিই সর্বাধিক মানুষ নিজেদের শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করে তাঁকে তাদের আরাধ্য দেব বা দেবীর মর্যাদা দান করে। শুধু তাই নয়, এই ধরণের কাহিনীতে দেবদেবী কর্তৃক পুরস্কার ও শাস্তি দানের বিষয়টি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বস্তুতঃ, ভক্তবৃন্দের উপর কর্তৃত্ব স্থাপনের ক্ষেত্রে পুরস্কার ও শাস্তিদানের বিষয়টি ছিল দেবদেবীদের প্রধান অস্ত্র। দেবদেবীদের মধ্যেকার এই লড়াই মূলতঃ জঙ্গলের উপর অধিকারকে কেন্দ্র করেই সৃষ্টি হয়। আর এখানেই 'যোগ্যতমের উদ্বর্তন' এর তত্ত্বটি আরো একবার প্রকট হয়ে ওঠে। তবে একথাও ঠিক যে এই অঞ্চলের লোক ভৌগোলিক দুর্গমতার সাথে সমঝোতা করতে করতে সর্ব ক্ষেত্রেই শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি গ্রহণ করে চলে - কখনো স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে আবার কখনো খানিকটা বাধ্য হয়েই। আর এভাবেই ধীরে ধীরে তারা ধর্মীয় ক্ষেত্রেও সমন্বয় সাধন করতে শুরু করে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, -

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 29
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 256 - 264
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> "The figure of Bonbibi, …evolved in order to accommodate both Hindus and Muslims."[১৮]

এর অর্থ শুধুই সহাবস্থান নয়, বরং একটি সাধারণ ধর্মীয় বিশ্বাস ও ধর্মাচার। তাই বলা যেতে পারে, -

> "The natural context of the Sundarbons dictated the evolution of a common cult standing apart from orthodox Hinduism and Islam. Bonbibi in other words was the reigning spirit of the forest."[১৯]

প্রকৃতপক্ষে সুন্দরবন অঞ্চলে ধর্ম হলো জীবনযাত্রার এমন একটি অপরিহার্য অংশ যেখানে প্রকৃতি ও সংস্কৃতি মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে। তাই একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, বদ্বীপীয় বাংলার ধর্ম "value both humans and nature."[২০] প্রচলিত লোকবিশ্বাস অনুযায়ী বনবিবি নিজেও অরণ্যের অধিকার নিয়ে যথেষ্ট যত্নবান। এই কারণেই তিনি পরাজিত দক্ষিণরায়কে শাস্তি প্রদানের পরিবর্তে তাঁকে ক্ষমা করা দেন এবং সুন্দরবনের একটা অংশ তাঁকে প্রদান করেন। বাকি অংশ তিনি নির্দিষ্ট করে দেন মনুষ্য বসতির জন্য।[২১] এই ভাবে দেখা যাচ্ছে যে, বাংলায় বদ্বীপীয় লৌকিক ধর্ম প্রকৃতি ও মানুষের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের স্বপক্ষেই শিক্ষা দান করে।[২২] বনবিবির উপাখ্যান থেকে অপর একটা বিষয়ও স্পষ্ট যে, বনবিবি মানুষ ও অরণ্যের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের শিক্ষা দিলেও, তিনি উভয়ের শত্রুতাপূর্ণ সম্পর্ক সম্বন্ধেও যথেষ্ট ওয়াকিবহাল ছিলেন। সুন্দরবন অঞ্চলের দুর্গম প্রকৃতি মানুষের পক্ষে যথেষ্ট ক্ষতিকারক তথা প্রতিকূল। বাঘ তথা অন্যান্য বন্য জন্তু যে কোনো সময় মানুষকে মেরে ফেলতে পারে। আবার মানুষও প্রয়োজনের অতিরিক্ত ভাবে প্রকৃতিকে শোষণ করে প্রকৃতির ক্ষতি করতে পারে। এক্ষেত্রে উভয়েরই উভয়ের প্রতি যত্নবান হতে হবে।

> "...as long as humans come into the forest 'without any greedy or violent disposition' and 'without firearms', tigers will also remain faithful to the covenant."[২৩]

শর্তানুযায়ী মানুষ ও পশু কেউই নিজের সীমানা লঙ্ঘন করবে না –

> "If one does so, she is destined to be killed. Therefore… when a tiger comes in to a human settlement, it's because it wants to die."[২৪]

উপসংহার : আলোচ্য আলোচনা থেকে একটা বিষয় পরিষ্কার যে, সুন্দরবন অঞ্চলের ভৌগোলিক পরিবেশ এই অঞ্চলের ধর্মীয় জীবনকে প্রভাবিত করেছে। এই অঞ্চলের লোকবিশ্বাস অনুযায়ী দেবদেবীরা জঙ্গলের উপর আধিপত্য বিস্তারের জন্য নিজেদের মধ্যে অবিরত সংগ্রামে রত থাকেন। এই লড়াই মূলতঃ এই অঞ্চলের মানুষের প্রাকৃতিক দুর্গমতার বিরুদ্ধে অস্তিত্ব রক্ষার নিরন্তর লড়াইয়েরই প্রতিচ্ছবি। অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই ঐক্যবদ্ধ ভাবে লড়তে লড়তেই এই অঞ্চলের মানুষ ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে একই দেবদেবীর উপাসনা করতে থাকে। অর্থাৎ এই অঞ্চলে সকল ধর্মের দেবদেবীর দরজাই অন্য ধর্মের মানুষের জন্য খোলা থাকে। এটা যে শুধু ধর্মীয় সহাবস্থান তা-ই নয়। এটা একটা common set of beliefs and practices। ফলে এই অঞ্চলের ধর্ম বিশ্বাসে হিন্দু-মুসলমান বিভাজনের ক্ষেত্রটি অত্যন্ত গৌণ কারণ জীবন রক্ষার তাগিদ যেখানে মুখ্য, সেখানে ধর্মীয় সংকীর্ণতা বা ধর্মীয় বিভাজনের প্রশ্নটি অত্যন্ত অপ্রাসঙ্গিক। আর তাই এই সুন্দরবন অঞ্চলের ধর্মবিশ্বাস তথা লোকবিশ্বাসে হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক মিঠে সুর ধ্বনিত হয়, যা এই অঞ্চলকে এক অনন্য স্বাতন্ত্র্য দান করেছে। ফলে অনিবার্য ভাবেই ষোড়শ থেকে ঊনবিংশ শতকের মধ্যে বাংলার বদ্বীপীয় অঞ্চলে এক 'composit culture' এর উদ্ভব ঘটেছে, যার আর একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হল বনবিবি। দীনেশ চন্দ্র সেনের মতে,-

> "When two communities mixed so closely, and were so greatly influenced by one another, the result was that a common God was called into existence, worshipped by the Hindus and Muslims alike."[২৫]

বস্তুতঃ ভৌগোলিক প্রান্তিকতাই এই অঞ্চলের মানুষদের মধ্যে এক অনবদ্য সমন্বয় সাধন করেছে। ফলে ধর্ম বর্ণের ভেদাভেদের বাইরে গিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে জীবনধারণের পাশাপাশি এরা ঐক্যবদ্ধ ভাবেই ধর্মাচরণ করে। এই ধর্ম মূলতঃ মানব ধর্মেরই জয়গান, যে ধর্মের মূল ভিত্তি মূল ধারার হিন্দু ও ইসলাম ধর্ম হলেও কালক্রমে বিকাশের বিভিন্ন স্তরে

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 29
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 256 - 264
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

ধাপে ধাপে এই ধর্ম হিন্দু ও ইসলাম ধর্মের ধর্মীয় পরিমণ্ডলের বাইরে বেরিয়ে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র্য রূপ লাভ করে, যে রূপ এক অর্থে এক সুন্দর সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বার্তাও বহন করে। আর এই সম্প্রীতির এক অনন্য দৃষ্টান্ত হলেন বনবিবি, যিনি জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সুন্দরবনের সমস্ত মানুষের জীবন ও জীবিকার একমাত্র নিয়ন্ত্রক। বস্তুতঃ বনবিবি এই অঞ্চলের মানুষের কাছে কেবল এক দেবী নন, তিনি হলেন এখানকার মানুষদের একমাত্র আশ্রয়স্থল। তাই বলা যেতে পারে, -

> "What appears representative of the regional folk tales regarding Bonbibi is an intrinsic adaptive capacity of the local people, in the form of their traditional ecological knowledge and their adaptability to the inhospitable forests. The religion guides communities to extract resources for survival with a 'ritual demonstration' of the worship practices."[২৬]

বাস্তবে মাতলানদীর পূর্বাঞ্চল অর্থাৎ সুন্দরবনের উত্তরাঞ্চলের তুলনায় মাতলার পশ্চিম পাড় অর্থাৎ সুন্দরবনের দক্ষিনাংশে বাঘের উপদ্রব খুব বেশি, অঞ্চলটি প্রাকৃতিক ভাবেও মারাত্মক দুর্গম। তাই প্রকৃতি যেন নিজে থেকেই বন্যপ্রাণী আর মানুষের মধ্যে এক বিভাজনরেখা অঙ্কন করেছেন। প্রচলিত লোকবিশ্বাস অনুযায়ী বনবিবি মানুষ এবং বন্যপ্রাণী উভয়েরই রক্ষাকর্ত্রী অর্থাৎ সুন্দরবনের জীবন ও সংস্কৃতির একমাত্র নিয়ন্ত্রক। বনবিবি প্রকৃতই সুন্দরবনের Mother Nature, যিনি প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করে চলেছেন নিরন্তর। আর এভাবেই সুন্দরবন হয়ে উঠেছে প্রকৃতি ও মানুষের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। বলা যেতে পারে, Bonbibi is the folk symbol of Mother Nature and promotes cultural and communal harmony between both the Hindus and the Muslims who are both ecologically vulnerable and equally at the mercy of the forest and depend on its resources for sustenance. This inter-faith environmental regulator is common culture shared between both these religious groups.

Reference:

১. Hunter W.W, *A Statistical Account of Bengal 1*, Districts of the 24 Paraganas and the Sundarbans, 1st edition, London, 1875, pp. 317-318

২. জানা মণীন্দ্রনাথ, *সুন্দরবনের সমাজ ও সংস্কৃতি*, কলকাতা, ১৯৮৪, পৃ. ১০০-১০১

৩. Choudhuri Dulal, *Folk Religion*, Das Amal kumar et al.(eds), op.cit, p. 74

৪. বসু গোপেন্দ্র কৃষ্ণ, *বাংলার লৌকিক দেবদেবী*, কলকাতা, ১৯৬৬, পৃ. ৪৩

৫. Das Amal Kumar (ed), *A Focus on Sundarban*, Indian Edition, Calcutta, 1981, p. 65

৬. Chakrabarty Kakali 2007. 'Structure, Cognition and Symbolism of Forest in the Folk Tradition of Sundarbans'. in Dr. Debabrata Mandal (ed) *Man in Biosphere: A Case Study of Sundarbans Biosphere Reserve*, Gyan Publishing House, New Delhi, pp. 94-95

৭. *ibid*

৮. Schmalz Mathew N and Gottschalk Peter(ed), *Engaging South Asian Religions: Boundaries, Appropriations and Resistances*; Uddin Sufia, Beyond National Borders and Religious Boundaries: *Muslim and Hindu Veneration of Bonbibi*, New York, 2011, pp. 61-82

৯. বসু গোপেন্দ্র কৃষ্ণ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৯

১০. Ghosh Amitav, *The Hungry Tide: A Novel*, Boston, 2005, pp 84-88, 292-297

১১. জলিল আব্দুল, *সুন্দরবনের ইতিহাস*, ঢাকা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৮৬, পৃ. ২৩২

১২. Mitra Sarat Chandra, *On an Accumulation Droll from Eastern Bengal- and On a Musulmani Legend about the Sylvan Saint Bonbibi and Tiger Deity-Dakshin Raya*, Calcutta, 1923, pp. 154-155

১৩. Article *In the Sundarbans, Hindu Devotees Offer 'bhog' to Muslim goddess for protection from tigers*, www.firstpost.com, June 19, 2016

১৪. জানা মণীন্দ্রনাথ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৯৪

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 29
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 256 - 264
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

১৫. www.firstspot.com, *op. cit*

১৬. Ghosh Amitav, *op cit*. p. 193

১৭. www.sahapedia.org/ bonbibi-r-palagaan-tradition-history-and-performance

১৮. Mitra Sarat Chandra, *On Some Curious Cults of Southern and Western Bengal*, Calcutta, 1918, p. 441

১৯. Chaudhury Dulal, *Folk Religion*, Das Amal Kumar et al.(eds) op. cit, pp74-78

২০. Ghosh Amitav, *op cit*. p. 87

২১. Jalais Annu, *Bonbibi: Bridging Worlds*, Indian Folk Life Serial, No.28, January 2008, p. 7

২২. ibid, Ghosh Amitav, *op cit*. p. 140

২৩. Jalais Annu, *op cit*.

২৪. Ghosh Amitav, *op cit*. p. 244

২৫. Sen Dinesh Chandra, *History of Bengali Language and Literature*, Calcutta, 1954, p. 677

২৬. Uddin, S. M. 'Religion, Nature, and Life in the Sundarbans'. *Asian Ethnology* 78, no. 2 (2019): p. 300